

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯১২

১/ বিবিধ

আরবী

من كظم غيظا وهو يقدر على إنفازه، ملأه الله أمنا وإيمانا
ضعيف

رواه البخاري في " التاريخ " (3 / 2 / 123) والطبري في " تفسيره " (7 / 216 / 7842) والعقيلي في " الضعفاء " (264) من طريق أحمد بسنده عن عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة في قوله " وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره في ترجمة عبد الجليل هذا، وقال: " قال البخاري: لا يتابع عليه ". قلت: وعمه لا يعرف. ومن أوهام المناوي قوله في " التيسير ": " وإسناده حسن! " مع أنه في " الفيض " تعقب رمز السيوطي لحسنه بإعلال الحافظ العراقي إياه بالراوي الذي لم يسم، ثم زاد في الوهم أنه عزاه لأبي داود، وإنما هو عنده من حديث معاذ بن أنس بلفظ آخر. انظر " صحيح الجامع " (6398). ثم قال العقيلي: " وقد روي من غير هذا الطريق بإسناد صالح ". قلت: كأنه يشير إلى حديث ابن عمر: " ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله ". أخرجه أحمد (2 / 128) بإسنادين عنه، أحدهما صحيح

বাংলা

১৯১২। যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েও প্রথমেই সংবরণ করবে আল্লাহ্ তা'য়ালার তাকে শান্তি এবং ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী “আততারীখ” গ্রন্থে (৩/২/১২৩), ত্ববারানী তার “তফসীর” গ্রন্থে (৭/২১৬/৭৮৪২) ও ওকাইলী “আযযুয়াফা” গ্রন্থে (২৬৪) আহমাদ সূত্রে তার সনদে আব্দুল জলীল হতে, তিনি তার এক চাচা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে (وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...।

তিনি (ওকাইলী) আব্দুল জালীলের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেনঃ ইমাম বুখারী বলেনঃ তার মুতাবায়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার চাচাকে চেনা যায় না। মানবী তার “আততাইসীর” গ্রন্থে সন্দেহ করে বলেছেনঃ এর সনদটি হাসান। অথচ তিনি “আল ফায়েয” গ্রন্থে সুযুতী কর্তৃক হাসান চিহ্ন ব্যবহার করার সমালোচনা করেছেন ...। তিনি সন্দেহবশত আবু দাউদেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ আবু দাউদের নিকট মুয়ায ইবনু আনাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে (৪৭৭৭) অন্য ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “সহীহ জামেউস সাগীর” (৬৫১৮, ৬৫২২) ও “সহীহ ইবনু মাজাহ” (৪১৮৬)।

[যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েও প্রথমেই সংবরণ করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সম্মুখে তাকে ডাক দিয়ে হুরেঙ্গনগণের মধ্য থেকে যতজনের সাথে ইচ্ছা তার বিয়ে করার স্বাধীনতা প্রদান করবেন।] অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

ওকাইলী বলেনঃ অন্য সূত্রে ভালো সনদে এটিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ সম্ভবত তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করছেন।

আল্লাহর নিকট সেই বাহাদুরী থেকে বড় নেকীর আর কোন বাহাদুরী নেই, কোন বান্দা যে বাহাদুরীর রাগকে আল্লাহর রেজামান্দী হাসিলের জন্য হজম করে ফেলে।

এটিকে ইমাম আহমাদ (২/১২৮) দু’টি সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যে দুটির একটি সহীহ।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72795>

📌 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন